শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষালোকে সৃষ্টিলীলার কথা

উত্তরপ্রদেশের কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিপূর্বক দৈন্য জানিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসার তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন।

কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

তার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ব ও ভগবৎতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণন করেন।

'কে আমি'—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বললেন—

জীবের স্বরূপবিচার

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

সূর্যাংশ-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯)

জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবো অংশ ন তু শুদ্ধস্যেতি। (পরমাত্মসন্দর্ভ—৪৪)

অর্থাৎ জীবশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ জীব শুদ্ধকৃষ্ণের অংশ নয়।

''পরমাত্মাবৈভব গণনে তৎ তটস্থশক্তিরূপানাং চিদেকরসানামপি'' (ভক্তিসন্দর্ভ—১)

জীব পরমাত্মার বৈভব, তটস্থাশক্তির পরিণাম ও চিদেকরস বা চিৎকণ।

যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ৮

(পরমাত্মসন্দর্ভ—৪১)

অর্থাৎ চিৎরূপ তটস্থাশক্তি ভগবানের জ্ঞানশক্তি হতে বর্হিগত হয়ে প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাই জীব বলে কথিত।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধা শক্তি

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

(বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তি—'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি—জীবশক্তি ও অপর অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞারূপা শক্তি—'মায়া'।

১। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির পরিচয়—

শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠং পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

(বিষ্ণুপুরাণ—১।৩।২)

অর্থাৎ সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তি সকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপসশ্রেষ্ঠ! অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। এই শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তিমানের আশ্রিত।

২। তটস্থা জীবশক্তির পরিচয়—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্ঠিতা নৃপ সর্বগা। সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা। সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥

(বিষ্ণুপুরাণ—৬।৭।৬২-৬৩)

হে রাজন্! সর্বগা অর্থাৎ চিজ্জড় উভয়গামী সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি (জীবশক্তি) মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ সতত ভোগ করে। আবার হে ভূপাল! সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞা' নাম্নি শক্তি অবিদ্যা কুণ্ঠাবৃত হইয়া সর্বভূতে তারতম্যের সহিত অবস্থান করে অর্থাৎ কর্মচক্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৩। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিচয়—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ৮

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—৭।৫)

হে মহাবাহু! এই বহিরঙ্গা শক্তি বস্তুতঃ 'অপরা' (জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা)। ইহা হইতে পৃথক্ আমার জীবতত্ত্ব গত এক

'পরা'(চিৎ) প্রকৃতি আছে জানিবে—যদ্দারা এই জগৎ ধৃত হইতেছে।

কেন মোরে জারে তাপত্রয়?

স্বরূপবিস্মৃত জীবগণের অবস্থা—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বর্হিমুখ। অতএব মায়া তারে দয়ে সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১১৭-১১৮)

মায়া জয়ের একমাত্র উপায়—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(গীতা—৭।১৪)

এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্তে কষ্ঠে পার হওয়া যায়; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হতে পারে।'

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(ভাঃ—১১।২।৩৭)

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপ-বিস্মৃতি, ফলে যে বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা হইল অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি; এইরূপ দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃ জীবের অনাত্মবস্তু সকলের নিমিত্ত ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে 'দেবতা' ও 'আত্ম'-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্যভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরের ভজন করিবেন।

ইহা নাহি বুঝি কৈছে হিত হয়?

শাস্ত্ররূপে ভগবানের বদ্ধজীবের নিকট আত্মপ্রকাশ—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
'শাস্ত্র' 'গুরু' 'আত্ম'রূপে আপনারে জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভুর ত্রাতা', জীবের হয় ৮

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২২-১২৩)

বেদে কৃষ্ণ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ৮
মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতীরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ৮

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তে ঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

(ভাঃ—১১।২১।৪২-৪৩)

অর্থাৎ '' বেদসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদবচন সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে প্রতিষেধ করত প্রসন্ন (বিচারাদি হতে শান্ত) হয়।''

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

মহাপ্রভু সনাতনকে সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দময় দেহ সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৫২-১৫৫)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। যাঁর সমান বা উর্দ্ধে কেউ নেই, যিনি অখণ্ডতত্ত্ব, যাঁর দেহ ও দেহী ভেদ নাই, যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য, যাঁর দেহে এক একটি অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে, যিনি অন্য কোন বস্তু বা শক্তির অপেক্ষা রাখেন না, যিনি পূর্ণকিশোরমূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দময়, সকলের প্রভু ও আশ্রয়, তিনিই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।১)

অর্থাৎ ''সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্বকারণের কারণ।''

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাঃ—১।৩।২৮)

''রাম-নৃসিংহাদি—পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; দৈত্য নিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।''।

সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশভেদে ত্রিবিধ

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানতি শব্দতে ॥

(ভাঃ—১।২।১১)

অর্থাৎ ''তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথন প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান।

প্রথম প্রতীতি ব্রহ্মের পরিচয়—

'তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ তদ্ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দতে' শক্তিবর্গলক্ষণ ও ধর্মাতিরিক্ত কেবলজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলে।

(ভক্তিসন্দর্ভ-৬ অনুচ্ছেদ)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪০)

অর্থাৎ কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভুতি হইতে ভিন্ন সেই উপনিষদ কথিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গপ্রভা হইতে উৎপত্তি হেতু নিষ্কল অনন্ত অশেষতত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৫৯)

দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মার পরিচয়—

'অন্তর্যামীত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি' অর্থাৎ অন্তর্যামীত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর সম্বিৎশক্তির অংশবিশেষকে পরমাত্মা বলে। ইহা আংশিক প্রকাশ ও মায়াশক্তি ও জীবশক্তির উপর প্রভুত্বকারী। জগৎ অনুগ ও জগৎপ্রবিষ্ট।

(ভক্তিসন্দর্ভ-৬ অনুচ্ছেদ)

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ, সর্ব অবতংস ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৬১)

''মায়িক অনুভূতি ক্রমে সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে মায়িক জগতের অংশসমূহের অংশী বলিয়া সর্বব্যাপক 'পরমাত্মা' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ—সকল চিদচিৎপ্রকাশের ও যাবতীয় 'পরমাত্মা' বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ।'' (শ্রীল প্রভুপাদ, ঐ অনুভাষ্য)

তৃতীয় প্রতীতি ভগবানের পরিচয়—

'পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানেতি' অর্থাৎ পূর্ণসনাতনপরমানন্দলক্ষণ বিশিষ্ট পরতত্বই ভগবান। ইনি রাধাকান্ত ও নবনীরদকান্তিবিশিষ্ট।

(ভক্তিসন্দর্ভ-৬ অনুচ্ছেদ)

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

(ভাঃ—১০।১৪।৫৫)

'শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণের কেন এত প্রিয়'—পরীক্ষিতের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন,—এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া জান, যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য এখানে নিজ যোগমায়াবলে এক প্রাকৃত দেহধারীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন।'

'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৬৪)

আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনযস্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

অর্থাৎ ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্যতত্ত্ব। ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ,—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখ্যত দুইটি লীলা। যথা—ক) চিন্ময় লীলা ও খ) সৃষ্টি লীলা।

ক) চিন্ময়লীলা

শক্তিমান—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ৮
সর্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক-ধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম।

(চৈঃ চঃ আঃ—৩।৫)

শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবন

বৃন্দাবন—সর্বোপরি ধাম শ্রীবৃন্দাবন বা গোলোক। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন। এখানে তিনি গোপবেশ, গোপঅভিমান, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও লীলা পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। ব্রহ্মসংহিতা (৫।২) শ্লোকে ব্রহ্মা বলেছেন—''সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষট কমল বিশেষ; তাঁর কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় বাসস্থান।'' এই ধাম ছেড়ে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কোথাও যান না। এ সম্বন্ধে যামলবচনে শ্রীকৃষ্ণের স্বউক্তি উল্লেখ আছে—

''কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবন্য পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
দ্বিভুজঃ সর্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভূজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—২৬৭)

এই শ্রীধাম সম্বন্ধে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলেছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো

দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—২৮)

ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা প্রেমভক্তি বর্ত্তমান। এখানে দ্বাদশ রস (সপ্তগৌণ ও পঞ্চমুখ্য রস) পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং এখানেই প্রাণঢালা ভালবাসা সম্ভব। আর ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা প্রেমে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাপ্রাপ্তি হয়। ব্রজে কেবলা শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য না জানে। ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ এ সম্বন্ধে বলেন—

''অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাহাঁ নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥
মধুরৈশ্বর্য-মাধুর্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহাঁ রাসাদি লীলা-সার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।৪৩-৪৪)

কৃষ্ণ ব্রজে সর্বেশ্বর্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—**'পূর্ণতম'**। কারণ এই ব্রজেতে প্রেমের আধিক্য, গাঢ়তা ও বৈচিত্র্যতা দেখা যায়।

ব্রজে কৃষ্ণ—সবৈশ্বর্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', পূর্ণ ৮

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।৩৯৮)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে ত্রিবিধরূপ

A. স্বয়ংরূপ

১। স্বয়ংরূপ ঃ—'অনন্যাপেক্ষী যৎরূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে' অর্থাৎ যাঁর ভগবত্তা নিয়ে অন্যের ভগবত্তা, যাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য অপরের অপেক্ষা রাখে না, তিনিই স্বয়ংরূপ। (লঘু ভাঃ পূঃ—১।১২)। ইনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, গোপবেশ, গোপ অভিমান ও লীলাপুরুষোত্তম নামে পরিচিত।

'স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি।' (চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৬৬)

২। স্বয়ংপ্রকাশ ঃ—তিনি দ্বিবিধ—

ক) প্রাভব প্রকাশ ঃ— 'অনেকত্র প্রকটতা রূপসৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎ-স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে। (লঘুভাগবতামৃতম্—১৮) অর্থাৎ একই বিগ্রহ যুগপৎ বহুস্থানে প্রকটিত হলে তাকে প্রকাশ বলে। একবপুর বহু রূপ। যথা রাসে ও মহিষী বিবাহে অথবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ মন্দির হইতে বর্হিগত হইয়া শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকাকুঞ্জে এবং শ্রীবসুদেবের মন্দির হইতে বর্হিগত হইয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী ও শ্রীসত্যভামার অন্তঃপুরে যুগপৎ একইভাবে বহুরূপে অবস্থানকে প্রকাশ বলে। প্রাভবে প্রভুত্ব বিদ্যমান।

মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। 'প্রাভব প্রকাশ'—এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি। (চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৬৮)

খ) বৈভব প্রকাশ ঃ—বৈভবে বিভুত্ব বিদ্যমান।

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে। ভাবাবেশ ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে'।
বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব—কৃষ্ণের সমান ॥
বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকীনন্দন। দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হন চতুর্ভূজ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৭১, ১৭৪-১৭৫)

ক) বলদেব—ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হলেও কৃষ্ণের সহিত সমান।
খ) দ্বিভূজ দেবকীনন্দন।
গ) চতুর্ভূজ দেবকীনন্দন।

মথুরা ও দ্বারকায়

মথুরা—বৃন্দাবনের পরে মথুরা অবস্থিত। মথুরায় ঐশ্বর্যমিশ্রিত প্রেমভক্তি। এখানে বৃন্দাবন অপেক্ষা কৃষ্ণ ন্যূনভাবে

সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তিনি তথায় **'পূর্ণতর'** প্রকাশ। এখানে কখন ভগবান দ্বিভুজ আবার কখনও চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। ক্ষত্রিয়াভিমানী বাসুদেব, ক্ষত্রিয়াভিমানী বলরাম বা মুল সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ —এই চার আদিকায়ব্যূহ রয়েছে। এখানে ঐশ্বর্যমাধুর্য্য মিশ্রিত লীলা করছেন। বাসুদেব কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। অসুরমারণ ও ভুভারহরণাদি লীলা সম্পাদন করেছেন। সেই মথুরাপুরী সম্বন্ধে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ ব্রজবিলাসস্তব-৫ বর্ণন করেছেন—

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃতা দ্বারাবতী সা প্রিয়া
যত্র শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি।
প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততো*পি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মতো
যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নিত্যং ভজে ৮

অর্থাৎ সেখানে শত শত লক্ষ্মীগণ শ্রেষ্ঠা রুক্মিনী, সত্যভ্যমাদি পট্টমহিষীবৃন্দের সহিত প্রভু বিচিত্র বিহার করেন, যেখানে সহোদর শ্রীবলদেব ও পুত্র প্রদ্যুন্নাদি আত্মীয়গণে পরিবৃত; সেই দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠ অপক্ষোও শ্রেষ্ঠা। আবার শুদ্ধ প্রেমভূমি ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত যেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরাপুরীকে আমি নিয়ত ভজন করি।

দ্বারকা—মথুরার পর দ্বারকা ধাম। এখানে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তিনি তথায় **'পূর্ণতর'**। দ্বারকায় ঐশ্বর্যমিশ্রিত প্রেমভক্তি বর্ত্তমান। কখন ভগবান দ্বিভুজ আবার কখনোবা চতুর্ভূজ রূপে বিরাজমান থাকার বৈভব প্রকাশ ও প্রাভব বিলাস আদি এখানে লীলাবিলাস করে থাকেন। এখানে ভগবানের ভুভারহরণরূপ কার্য সমাহিত হয়েছিল আবার রাগানুগ মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হয়, তাহলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাবেন না, তিনি মধুর ভাবের উপাসক হলে দ্বারকায় মহীষিদের কিঙ্করীত্ব লাভ করবেন। দ্বারকায় মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যজ্ঞানের মিশ্রণ আছে। যখন ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে তখন সেবা বাসনা সঙ্কুচিত হয়ে যায়— বিশ্বরূপে ঐশ্বর্য দর্শনে অর্জুনের সখ্য, কারাগারে চতুর্ভূজরূপ ঐশ্বর্য দর্শনে দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্য, শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহগেহাদি কান্তাপ্রেমের কথা শুনে রুক্মিনীদেবীর কান্তাপ্রেম সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকায় রাজবেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। এবং বাসুদেব রূপে পরিচিত।

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৭৭)

B. তদেকাত্মরূপ

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥ (লঘুঃ ভাঃ পূঃ—১।১৪)।

অর্থাৎ ভাবাবেশ ও আকৃতি ভিন্ন হলেও কৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ, তা তদেকাত্মরূপ।
সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতি ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর।
তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ' দুই ভেদ। বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ।

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৮৩-১৮৪)

তাঁর দ্বিবিধরূপ—

১। বিলাস ঃ—''স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ শক্তিপ্রকাশে প্রায় স্বয়ংরূপের সদৃশ, লীলাবিলাস হেতু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। (লঘু ভাঃ পূঃ—১।১৫)।

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম ॥

(চৈঃ চঃ আ—১।৭৬)

তাঁর দ্বিবিধরূপ—

ক) প্রাভব বিলাস ঃ— প্রভাব বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস। দ্বারকা-মথুরা পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১৮৬, ১৯০)

মথুরা ও দ্বারকায়— আদি কায়ব্যূহ বা ১ম চতুর্ব্যূহ

তাঁরা ৪টি যথা—মথুরা ও দ্বারকাস্থ আদি চতুর্ব্যূহ

১। বাসুদেব ঃ—"মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্‌ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্। তস্যাদোঽয়ং তথোপাস্যচিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে।" (লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২ শ্লোক)
অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠনাথের যে ব্যূহচতুষ্ঠয় মহাবস্থা নামে বিখ্যাত, এই শ্রীবাসুদেব সেই ব্যূহচতুষ্ঠয়ের মধ্যে আদিব্যূহ অর্থাৎ প্রধান ও ইনি আবার অংশত জীবগণের চিত্তে অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। যেহেতু ইনি **চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা** এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত সত্ত্বের অধিষ্ঠান। ইনি আদি কায়ব্যূহের প্রথম ব্যূহ।

২। সংকর্ষণ ঃ—"যস্তু সংঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীব প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ । পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ উপাস্যো*য়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ। স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ।" (লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি বাসুদেবের বিলাসমূর্ত্তি ও দ্বিতীয় ব্যূহ। প্রলয়াবসানে সর্বজীবের প্রার্দুভাবের আস্পদ বলিয়া উপনিষদে 'জীব' নামে অভিহিত। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের কিরণ অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর এবং **অহংকার তত্ত্বের উপাস্য দেবতাবিশেষ।** তিনি অনন্তদেবে আবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ধারণ করিয়াছেন। শেষেরও সংহারক। ইনি রুদ্র, অদর্ণ, সর্প, যমও অসুরকুলের অন্তর্যামীরূপে জগতের সংহারক। প্রপঞ্চে তিনি সত্যলোকের উপরিভাবে বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতেছেন। ইনি আদি কায়ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ।

৩। প্রদ্যুম্ন ঃ—ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুত। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে ॥ স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্য ক্বচিন্নীলঘনচ্ছ বঃ। নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ ॥ অন্তর্যামিত্বমাপন্ন সর্গং সম্যক করোত্যসৌ। ব্যূহস্তর্যেঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি সংকর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি ও তৃতীয় ব্যূহ। **বুদ্ধিতত্ত্বের উপাস্য দেবতা বিশেষ।** বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে ইনার উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃত্তবর্ষে ইনার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্যা করিতেছেন। কোন কোন স্থানে সুবর্ণের ন্যায় আবার কোন কোন স্থানে নীল জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। ইনি সমষ্টি, সুক্ষ্ম ও স্থুল সৃষ্টির নিদান। ইনার অংশ গর্ভোদশায়ী। ইনি কামদেবে নিজ অংশ অর্পণ করিয়াছেন। ইনি বিধাতা, প্রজাপতি, দেব মানবাদি প্রাণীগণ ও কন্দর্পের অন্তর্যামীরূপে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন। প্রপঞ্চে তিনি দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেছেন। ইনি আদি কায়ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ।

৪। অনিরুদ্ধ ঃ—"যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনূষিভিরুপাস্যতে। নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ ৮ ধর্ম্মস্যায়ং মনুনাঞ্চ দেবানাং ভুভজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্"॥ (লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি সংকর্ষণের বিলাস মূর্ত্তি ও চতুর্থ ব্যূহ। মনীষিগণ **মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে** অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘের ন্যায়। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম, মনু, দেবতা ও নরপতিগণের অন্তর্যামীরূপে জগতের পালন করেন। প্রপঞ্চের মধ্যে ইনি শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থ ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপ অন্তর্গত ঐরাবতীপুরে অনন্ত শয্যায় বাস করিতেছেন। ইনি আদি কায়বূহ্যের চতুর্থ বূহ্য।

মথুরা ও দ্বারকার আবরণরূপে নবব্যূহ

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—৪।১৯৭)

অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্নো, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা—এই নয়মূর্ত্তি নবব্যূহ বলিয়া কথিত।

অযোধ্যায়

অযোধ্যা—বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধাম অযোধ্যা। এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে দ্বিভূজ মূর্ত্তি ধারণ করে আছেন। বামপার্শ্বে শ্রীসীতাদেবী, দক্ষিণ পার্শ্বে অনুজ লক্ষ্মণ ও সম্মুখে হনুমান রয়েছেন। তিনি (হনুমান) কখনও প্রভু শ্রীরামকে চামরব্যজন, কখনও মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ, কখনও প্রভুর গুণগান আবার কখনও স্বরচিত বিচিত্র শ্লোকে প্রভুকে স্তব করছেন। এই ধাম বিধিভক্তি সেবারস নিষ্ঠার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসুদেব মর্য্যাদা

পুরুষোত্তম রামচন্দ্ররূপে স্বয়ং অযোধ্যায় বিরাজমান। স্কন্দপুরাণের রামগীতায় বলা হয়েছে—

অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহো লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ।
ভরতোঽত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রী কনকপ্রভৌ ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—৮২)

"তত্র শ্রীরামস্য বাসুদেবত্বেন নির্ণীতত্বাৎ, লক্ষণাদ্যাস্ত্রয়ঃ সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ক্রমাদ্ বোধ্যাঃ।" (লঘুভাগবতামৃতম্—৮২)

অর্থাৎ স্কন্ধপুরাণীয় রামগীতায় শ্রীরামচন্দ্রকে আদিব্যূহ বাসুদেবরূপে নির্ণয় করিয়াছেন এবং নবঘনশ্যাম বর্ণ ভরত এবং সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ লক্ষণ ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে

বৈকুণ্ঠ— ব্রহ্ম ও শিবলোক পার হয়ে মায়া বা কুণ্ঠা যে স্থান হতে বিশেষভাবে গত হয়েছে, তাই বৈকুণ্ঠ। এর অপর নাম পরব্যোম। এখানে কৃষ্ণের স্বরূপপ্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভূজ এবং শ্রী, ভূ ও নীলা শক্তি সেবিত। এখানে নারায়ণের চারপাশে দ্বারকায় যে কৃষ্ণ-বলরামাদি চতুব্যূহের দ্বিতীয় চতুর্বূহ অর্থাৎ বাসুদেব (নারায়ণ, কৃষ্ণের বিলাস), মহাসংকর্ষণ (তটস্থাখ্য জীবশক্তির আশ্রয়), প্রদ্যুম্ন (দাস) ও অনিরুদ্ধ (দাস) বিরাজিত। সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি ও সারূপ্যাদি চার প্রকার মুক্তি এখানে লাভ হয়। সেবারস নিষ্ঠা দ্বারা এই ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্ত, দাস্য ও মধুররস বা আড়াই রস বিদ্যমান। "ব্রহ্মলোকে যারা নিজ অস্তিত্ব লোপ না করে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁরাই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ গমনের অধিকারী। যাঁদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্মের বা ঐশ্বর্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে সিদ্ধাবস্থায় তাঁরা চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই ধামে ভগবান ঐশ্বর্যপ্রধান শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণরূপে অবস্থান করেন। যাঁরা ঐশ্বর্যপ্রধান বুদ্ধিতে নারায়ণকে তাঁর দাসরূপে ভজনা করেন, তাঁরাই ঐস্থানে নারায়ণের সেবকরূপে অবস্থান করেন। এইস্থানে ভগবানের পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতারগণ অবস্থান করেন।" (গৌড়ীয় ১ম খণ্ড ১৯ সংখ্যা) এবং বৈকুণ্ঠে পুরীদ্বয় অপেক্ষা ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্বৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি 'পূর্ণ'। এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান প্রেমভক্তি।

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, ২৪ মূর্ত্তি (১২ মূর্ত্তি, ১২ মাসের দেবতা ও ৮ মূর্ত্তি বৈভব বিলাস)

খ) বৈভব বিলাস ঃ—

বাসুদেবের মূর্ত্তি (গদা, শঙ্খ, চক্র, পদ্ম)—কেশব (পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদা—মার্গশীর্ষে),
নারায়ণ (শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র—পৌষ),
মাধব (গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম—মাঘ)

সংকর্ষণের মূর্ত্তি (গদা, শঙ্খ, পদ্ম, চক্র)—গোবিন্দ (চক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খ—ফাল্গুন),
বিষ্ণু (গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্র—চৈত্র),
মধুসূদন (চক্র, শঙ্খ, পদ্ম, গদা—বৈশাখে)।

প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি (চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম)—ত্রিবিক্রম (পদ্ম, গদা, চক্র, শঙ্খ—জৈষ্ঠ্য),
বামন (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—আষাঢ়),
শ্রীধর (পদ্ম, চক্র, গদা, শঙ্খ—শ্রাবণ)।

অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি (চক্র, গদা, শঙ্খ, পদ্ম)—হৃষীকেশ (গদা, চক্র, পদ্ম, শঙ্খ—ভাদ্র),
পদ্মনাভ (শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, গদা—আশ্বিন),
দামোদর (পদ্ম, চক্র, গদা, শঙ্খ—কার্ত্তিক)

বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ (পদ্ম, গদা, শঙ্খ, চক্র) ও পুরুষোত্তম (চক্র, পদ্ম, শঙ্খ, গদা)।
সংঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র (শঙ্খ, গদা, চক্র, পদ্ম) ও শ্রীঅচ্যুত (গদা, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ)।
প্রদ্যুম্নের বিলাস—শ্রীনৃসিংহ (চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ), জনার্দন (পদ্ম, চক্র, শঙ্খ, গদা)।
অনিরুদ্ধের বিলাস—শ্রীহরি (শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা), শ্রীকৃষ্ণ (শঙ্খ, গদা, পদ্ম, চক্র)

(চৈঃ চঃ মঃ—২০। ১৯৫-২৩৬)

২। **স্বাংশ ঃ**—''তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদিমৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥''যেরূপ বিলাস সদৃশ অর্থাৎ বিলাস অপেক্ষা কিছুটা কম শক্তিপ্রকাশ যুক্ত অথচ স্বয়ংরূপ হতে অভিন্ন, তা স্বাংশ। যথা—সঙ্কর্ষণ, মৎস্য, কুর্মাদি অবতারাদি। (লঘু ভাঃ পূঃ—১।১৬)

ছয়প্রকার অবতার। তাঁদের ছয়টি রূপ—

ক) পুরুষাবতার (৩) ঃ—তাঁরা তিনটি—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ৮

অর্থাৎ নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটি রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয়—গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটির তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। (লঘু ভাঃ—১।৩৩)

কারণোদশায়ী বিষ্ণু ঃ—প্রথম পুরুষাবতার, প্রকৃতির অন্তর্যামী।
গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ঃ—দ্বিতীয় পুরুষাবতার, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ঃ—তৃতীয় পুরুষাবতার, ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী।

খ) গুণাবতার (৩)— তাঁরা তিনটি

ক) বিষ্ণু—সত্তগুণের প্রতীক।
খ) ব্রহ্মা—রজোগুণের প্রতীক
গ) মহেশ্বর—তমোগুণের প্রতীক।

গ) যুগাবতার (৪ টি) ঃ— তাঁরা চারটি —

সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ (হরি)—''কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুজটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু ৮

ভাঃ—(১১।৫।২১)

অর্থাৎ সত্যযুগে শ্রীভগবান শুক্লবর্ণ, চতুভূজ, জটা, বল্কলাম্বর, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ পূর্বক ব্রহ্মচারীর বেশে অবতীর্ণ হন। এই যুগের মানবগণ শান্ত, পরস্পরপ্রণয় যুক্ত সর্বহিতেরত ও সমদর্শী হইয়া অন্তবার্হ্য ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক ধ্যানযোগে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। এই যুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে ভগবানকে অভিহিত করিয়া থাকেন। (ভাঃ—১১।৫।২১-২৩)

ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ (হয়গ্রীব)— ত্রেতায়াং রক্তবর্ণো*সৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ৮

(ভাঃ—১১।৫।২৪)

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্ভূজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গল-কেশবিশিষ্ট, ত্রয়ীবেদমূর্ত্তি, স্রুক্স্রুবাদি চিহ্নযুক্ত হইয়া অবচীর্ণ হন। এই যুগে মানবগণ যজ্ঞ-বিধিতে শ্রীভগবানের আরাধনা করেন এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায় প্রভৃতি নামে ভগবানকে অভিহিত করিয়া থাকেন। (ভাঃ—১১।৫।২৪-২৬)

দ্বাপরযুগে—কৃষ্ণবর্ণ (শ্যাম)— ''দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ৮

(ভা—১১।৫।২৭)

অর্থাৎ দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসকল শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন ও কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়া অবতীর্ণ হন। তখন তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ মহারাজোপলক্ষণে লক্ষিত সেই পরমপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানাসারে অর্চ্চনমার্গে মর্য্যাদাপথে পূজা করিয়া থাকেন। (ভাঃ—১১।৫।২৭-৩০)

কলিযুগ—সাধারণ কলিযুগে—কৃষ্ণবর্ণ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ৮

(ভাঃ—১১।৫।৩২)

অর্থাৎ যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণস্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান

তৎপর, যাঁহার অঙ্গ—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং উপাঙ্গ—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার অস্ত্র—হরিনামশব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বর্হির্গৌর রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

এবং বিশেষ কলিতে—পীতবর্ণ —

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ৮

অনুবাদ—''তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
(ভাঃ—১০।৮।১৩

ঘ) মন্বন্তরাবতার (১৪) ঃ—তাঁরা ১৪ টি। যথা—

১। যজ্ঞ —আদিমনু স্বায়ম্ভুবের আকুতি নাম্নী কন্যার গর্ভে ও রুচি নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে আবির্ভূত হইয়া সমাধিস্থ স্বায়ম্ভুবকে অসুর ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, স্বপুত্র যাম-নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতেছেন। (ভাঃ—১।৩।১২, ৪।১)

২। বিভু—অগ্নির পুত্র দ্বিতীয় মনুর নামানুসারে স্বারোচিত মন্বন্তরে বেদশিরা ঋষির তুষিতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূতা হন এবং অষ্টাশীতি সহস্র (আশি হাজার) সংখ্যক কুমার ব্রহ্মচারীকে যম-নিয়মাদি স্মপন্ন ব্রহ্মচর্য ব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ভাঃ—৮।১।১৯-২২)

৩। সত্যসেন—প্রিয়ব্রতের পুত্র তৃতীয় মনুর নামানুসারে উত্তম মন্বন্তরে ধর্মের সুনৃতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন এবং সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাভাষী, দুঃশীল, দুষ্ট প্রকৃতি প্রাণীপীড়ক, যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূতসকলকে বিনাশ করেন। (ভাঃ—৮।১।২৩-২৬)

৪। হরি—উত্তম নামক তৃতীয় মনুর ভ্রাতা চতুর্থ তামস মনুর নামানুসারে তামস মন্বন্তরে ভগবান বিষ্ণু হরি মধসের ঔরসে তৎপত্নী হরিণীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন এবং মকরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন।
(ভাঃ—৮।১।২৭-৩০)

৫। বৈকুণ্ঠ—তামসের সহোদর পঞ্চম মনু রৈবত। সেই বৈবত মন্বন্তরে শুভ্রের বিকুণ্ঠা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনানুসারে ইনি সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোক নির্মাণ করিয়াছিলেন।
(ভাঃ—৮।৫।৪-৫)

৬। অজিত—চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেবম্ভূতির গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদের জন্য অমৃত আহরণ এবং কূর্ম্মরূপে সাগর জলে ভ্রমমান মন্দরাচল পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ—৮।৫।৯-১০)

৭। বামন—ইনি ব্রাহ্মকল্পে তিনবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি দৈত্যের যজ্ঞে প্রথমে, তৎপরে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয়বারে বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে স্বর্গদান মানসে বলিকে ছলনামুখে কৃপা করিবার নিমিত্ত বলির যজ্ঞে গমনপূর্বক ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা করিয়াছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৯ ও ৮।১৭-২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে)

৮। সার্ব্বভৌম—সার্বণি মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি পুরন্দরের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য হরণ পূর্বক বলিরাজকে প্রদান করিবেন। (ভাঃ—৮।১৩।১৭)

৯। ঋষভ—বরুণ পুত্র দক্ষসাবর্ণি নবম মনু। এই মন্বন্তরে আয়ুস্মান হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবদংশাবতার ঋষভদেব আবির্ভাব হইবে। তিনি সর্বসমৃদ্ধিশালী লোকত্রয় অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ভোগ করাইবেন। (ভাঃ—৮।১৩।১৮-২০)

১০। বিষ্কক্সেন—উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশন মনু। এই মন্বন্তরে বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে ভগবান সাবংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্বক্সেনরূপে শম্ভু নামক ইন্দ্রের সহিত সখ্য করিবেন।
(ভাঃ—৮।১৩।২১-২৩)

১১। ধর্ম্মসেতু—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু। সেই মন্বন্তরে আর্য্যক ও বিধাতা হইতে ইনি আবির্ভূত হইয়া ত্রিভুবন পালন করিবেন। (ভাঃ—৮।১৩।২৪-২৬)

১২। সুদামা—রুদ্রসার্বণি নামে দ্বাদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সত্যসহ ও সুনৃতা হইতে ইনি আবির্ভূত হইবেন এবং সেই মন্বন্তর পালন করিবেন। (ভাঃ—৮।১৩।২৭-২৯)

১৩। যজ্ঞেশ্বর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হইবেন। ইনি দেবহোত্র ও বৃহতীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া

দিবস্পতি নামক ইন্দ্রের ইষ্ট সম্পাদক হইবেন। (ভাঃ—৮।১৩।৩০-৩২)

১৪। বৃহদ্ভানু—ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে বিতানার গর্ভে সত্রায়নের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং কর্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন। (ভাঃ—৮।১৩।৩৩-৩৫)

এই ১৪ টি মন্বন্তরে সহস্রযুগ পরিমিত এক কল্প। ইহাতে ব্রহ্মার একদিন।

ঙ) শক্ত্যাবেশাবতার (৮টি) ঃ—

১। শেষ (স্বসেবনশক্তি)

২। অনন্ত (ভূধারণশক্তি)

৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি)

৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি)

৫। নারদ (ভক্তিশক্তি)

৬। পৃথু (পালনশক্তি)

৭। পরশুরাম (দুষ্টদমনশক্তি ও বীর্যসঞ্চারণ)

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।৩৭১-৩৭২)

চ) লীলাবতার (২৫ টি) ঃ—

১। চতুঃসন—ব্রহ্মার মানস পুত্র—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজনে এক অবতার। ইঁহারা অপতিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ পূর্বক প্রচার করিয়াছেন। (ভাঃ—১।৩।৬ ও ৩।১২ অধ্যায়)

২। নারদ—ব্রাহ্মকল্পে ইঁহার আবির্ভাব। তবে সময়ে সময়ে ইঁহার আবির্ভাব দেখা যায়। ইনি দেবর্ষিরূপে খ্যাত হয়ে নৈষ্কর্ম ধর্মপ্রাপক সাত্তত পঞ্চরাত্রাগম প্রচার করেন। (ভাঃ—১।৩।৮ ও ১।৬)

৩। বরাহ— ইনি ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হতে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে জল হতে আবির্ভূত হন। প্রথমটি শ্যাম বরাহ ও চতুস্পাৎ এবং দ্বিতীয়টি শ্বেতবর্ণ নৃবরাহ। প্রথমবারে বরাহদেব রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন; দ্বিতীয়বারে হিরণ্যাক্ষবধ ও পৃথিবী উদ্ধার করেন। (ভাঃ—১।৩।৭ এবং ভাঃ—৩।১৮ অধ্যায়)

৪। মৎস্য—ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ও চাক্ষুষ মন্বন্তরে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে হয়গ্রীব বধ পূর্বক বেদ উদ্ধার এবং দ্বিতীয় বারে প্রিয়ভক্ত সত্যব্রতের প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও বৈবস্বতমনুকে রক্ষা করেন। প্রতি মন্বন্তরেও মৎস্যদেবের আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। (ভাঃ—১।৩।১৫ এবং ভাঃ—৮।২৪ অঃ)

৫। যজ্ঞ—আদিমনু স্বায়ম্ভুবের আকুতি নাম্নী কন্যার গর্ভে ও রুচি নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে আবির্ভূত হইয়া সমাধিস্থ স্বায়ম্ভুবকে অসুর ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, স্বপুত্র যাম-নামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতেছেন। (ভাঃ—১।৩।১২, ৪।১)

৬। নরনারায়ণ—ধর্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মপ্রসন্নতা বিধানকর দুষ্কর তপস্যা আচরণপূর্বক শিক্ষা দিয়েছিলেন। (ভাঃ—১।৩।৯)

৭। কপিল—সত্যযুগে কর্দ্দম ঋষি ও দেবহুতির পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি কপিলবর্ণ বলে কপিল নামে অভিহিত। এই কপিল ব্রহ্মাদি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও আসুরী নামক ব্রাহ্মণ ও মাতা দেবহুতিকে সর্ববেদার্থ সম্বলিত সেশ্বর-সাংখ্য-তত্ত্বের উপদেশ করেন। (ভাঃ—১।৩।১০ এবং ভাঃ—৩।২৪-৩৩ অধ্যায়)। ত্রেতাযুগে অগ্নিবংশজ কপিলের জন্মগ্রহণকালে সগররাজার বংশ ধ্বংস ও তৎকর্ত্তৃক বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রচার হয়। ইনি জীব, লীলাবতার নহেন। পদ্মপুরাণে দুই কপিলের কথা বর্ণিত আছে। ইনিই অন্য আসুরি নামক বৌদ্ধকে নিরীশ্বর সাংখ্য উপদেশ করেন। ইহার প্রচারিত সাংখ্যই ষড়দর্শনের অন্যতম।

৮। দত্তাত্রেয়—অত্রিঋষি ও অনুসূয়ার পুত্ররূপে ইনি অবতীর্ণ হন। অলর্ক নামক ব্রাহ্মণকে এবং প্রহ্লাদ ও হৈহয়াদি রাজগণকে আত্মবিদ্যার উপদেশ করেছিলেন। ইনি বিষ্ণুর অবতার হলেও ইহার মত বৈষ্ণব মত নয়। ইনি বুদ্ধদেবেরই ন্যায় স্বতন্ত্র মত প্রচারকারী। (ভাঃ—১।৩।১১)

৯। হয়শীর্ষ—ব্রহ্মার যজ্ঞে ইনি অশ্বশিরারূপে অবতীর্ণ হন। ইনি মধু ও কৈটভকে বিনাশ পূর্বক বেদ উদ্ধার করেন। ইঁহার নিঃশ্বাস-ত্যাগকালে নাসাপুট হতে বেদলক্ষণা গাথা সমূহ উৎপন্ন হন। (ভাঃ—২।৭।১১)

১০। হংস—ইনি জল হতে রাজহংসরূপে আবির্ভূত হয়ে শ্রীনারদের প্রতি ভক্তিযোগ এবং ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও জীবের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন। (ভাঃ—২।৭।১৯)

১১। পৃশ্নিগর্ভ—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অবতীর্ণ হন। উত্তানপাদ রাজার সমক্ষে বিমাতা সুরুচির বাক্যবাণে বিদ্ধ ধ্রুবের

তপস্যায় এবং স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে যিনি ধ্রুবকে ধ্রুবপদ (নিত্যস্থল বিশেষ) প্রদান করেছিলেন, তিনিই বাসুদেব অবতার পৃশ্নিগর্ভ। উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি ঋষি এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষিগণ সেই ধ্রুবপদের স্তব করেন। (ভাঃ—২।৭।৮)

১২। ঋষভ—আগ্নীধ্রপুত্র নাভি ও তৎপত্নী মেরুদেবীর পুত্ররূপে ইনি অবতীর্ণ হয়ে সর্বাশ্রম পূজ্য পারংহংস্য ধর্ম প্রচার করেছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৩ এবং ৫।৩।৬)

১৩। পৃথু—মুনিগণের প্রার্থনায় বেনের দক্ষিণ বাহু মন্থনফলে আবির্ভূত। ইনি পৃথিবীর ঔষধি সঙ্কুল সমুদয় বস্তু দোহন করেছিলেন এবং অর্চন মার্গ শিক্ষা দিয়েছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৪ এবং ভাঃ—৪।১৫-২৩ অধ্যায়)

১৪। নৃসিংহ—ইনি হিরণ্যকশিপুর সভাস্থ স্তম্ভ হতে আবির্ভূত হয়ে প্রহ্লাদকে রক্ষা ও নখাগ্রে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৮ এবং ভাঃ—৭।৮-১০ অধ্যায়)

১৫। কূর্ম্ম—সমুদ্র মন্থনশীল দেবদানবদিগের নিমিত্ত ইনি পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বত ধারণ করেছিলেন।
(ভাঃ—১।৩।১৬)

১৬। ধন্বন্তরী—ইনি সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতকলস হস্তে উদিত হন। ইনি আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। ষষ্ঠ চাক্ষুষ ও সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে ইঁহার দুইবার আভ্বির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। (ভাঃ—১।৩।১৭)**১৬। ধন্বন্তরী**—ইনি সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতকলস হস্তে উদিত হন। ইনি আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। ষষ্ঠ চাক্ষুষ ও সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে ইঁহার দুইবার আভ্বির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। (ভাঃ—১।৩।১৭)

১৭। মোহিনী— ইনি অসুরদিগকে বঞ্চিত করে দেবগণকে সুধাপান করিয়েছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৭ এবং ভাঃ—৮।৮-৯ অধ্যায়)

১৮। বামন—ইনি ব্রাহ্মকল্পে তিনবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি দৈত্যের যজ্ঞে প্রথমে, তৎপরে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু অসুরের যজ্ঞে গমন করেন এবং তৃতীয়বারে বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ও অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে স্বর্গদান মানসে বলিকে ছলনামুখে কৃপা করিবার নিমিত্ত বলির যজ্ঞে গমনপূর্বক ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা করিয়াছিলেন। (ভাঃ—১।৩।১৯ ও ৮।১৭-২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে)

১৯। পরশুরাম—জমদগ্নি হতে রেণুকার গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী ক্ষত্রিয় রাজগণকে দেখে পৃথিবীকে ২১ বার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। (ভাঃ—১।৩।২০ এবং ভাঃ—৯।১৫-১৬ অধ্যায়)

২০। রাম—দশরথ ও কৌশল্যার পুত্ররূপে ইনি দেবকার্য সাধনেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। সমুদ্রমন্থন, রাবণবধ ও মায়াসীতা উদ্ধার এবং আদর্শ রাজধর্ম শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। ইনাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয়। (ভাঃ—১।৩।২২ এবং ভাঃ—৯।১০-১১ অধ্যায়)

২১। ব্যাস—ইনি মানবকুলকে অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট জনে তাদের মঙ্গলের জন্য পরাশর হতে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপে আবির্ভূত হয়ে বেদবৃক্ষের শাখা বিভাগ করেছিলেন। (ভাঃ—১।৩।২১)

২২। বলভদ্র—বসুদেব হতে দেবকীতে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় রোহিণীর পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। (ভাঃ—১।৩।২৩)

২৩। কৃষ্ণ—যদুকুলে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। ইনি দ্বিভুজ হলেও কখন কখন চতুর্ভূজ রূপ ধারণ করেন। (ভাঃ—১।৩।২৩)

২৪। বুদ্ধদেব —ইনি কলিযুগ সমাগত হলে দেব-দ্বেষী অধার্মিক তামসিক লোকগণের মোহনার্থে অঞ্জন বা অজিনসুত রূপে গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হন এবং গৌতমবুদ্ধরূপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

২৫। কল্কি—কলিকালের অন্তে নৃপতিগণ দস্যু প্রায় হইলে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হতে ইনি কল্কি নামে খ্যাত হয়ে অবতীর্ণ হবেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চর্তুযুগের কলিতে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। (ভাঃ—১।৩।২৫)

C. আবেশরূপ

জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিভাগক্রমে কোন মহোত্তমে জীবে ভগবান আবিষ্ট হলে সেই মহোত্তম জীবকে 'আবেশ' বলে। (লঘু ভাঃ পূঃ—১।১৮) ইহা দুই প্রকারে আবিষ্ট হয়। যথা—

ক) ভগবৎ আবেশ ঃ—কপিলদেব ও ঋষভদেব।

খ) শক্ত্যাবেশ ঃ— ১। শেষ (স্বসেবনশক্তি)
২। অনন্ত (ভূধারণশক্তি)
৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি)
৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি)

৫। নারদ (ভক্তিশক্তি)
৬। পৃথু (পালনশক্তি)
৭। পরশুরাম (দুষ্টদমনশক্তি)
৮। ব্যাসদেব (জ্ঞানশক্তি)

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।৩৭১-৩৭২ অধ্যায়

স্বরূপশক্তি

শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবন

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় লীলা নিত্যকাল শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সেই চিন্ময় লীলা তিনি নিজ স্বরূপ শ্রীবলদেব এবং শক্তি শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর দ্বারা করে থাকেন। স্বরূপশক্তির অংশিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রেমের বিকার।
স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ , কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ—৪।৫৬, ৫৯-৬২)

'''শক্তিশক্তিমতয়োরভেদ'—এই বেদান্ত বাক্যের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না। কিন্ত অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী; কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টি ক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞান সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী।'' (চৈঃ চঃ আঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য—৪।৫৬-৬২)
এই স্বরূপশক্তি হরির পূর্ণশক্তি। এর দ্বারা তিনি প্রেম ব্যবহার করে থাকেন। এই স্বরূপশক্তির তিনটি প্রভাব বা বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। যথা—

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরত-
স্তথা সংবিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥

(দশমূলশিক্ষা—৫ম শ্লোক)

স্বরূপশক্তির তিনটি প্রভাব—'হ্লাদিনী', সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গ ভাবদ্বারা সর্বদা রসিত স্বভাব। সন্ধিনী শক্তি প্রকটিত নির্ম্মলবৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান।

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ, আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥

(চৈঃ চঃ আ—৪।৭৬, ৭৫)

নিত্যেব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরণপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ৮
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ৮

(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ হে দ্বিজোশ্রেষ্ঠ, সেই জগন্মাতা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনপায়িনী (অবিনাশিনী) শক্তি; শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে

অবতীর্ণ হন, শ্রীরাধিকা তদনুরূপ তৎসহ অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণের দেবরূপে তিনি দেবী, মানুষ রূপে তিনি মানুষী; এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে যে অবতার-রূপ, তদনুরূপ শ্রীরাধিকা স্বতনু বিস্তার করেন।

সন্ধিনী—"সদ্রূপে প্রসিদ্ধ ভগবান্ যে শক্তি দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশ-কাল দ্রব্যাদি ব্যাপিকা সন্ধিনী।

সম্বিৎ—সম্বিৎরূপ ভগবান যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং জানিতে ও জানাইতে সমর্থ হন, তাহা সম্বিৎ।

হ্লাদিনী—আনন্দরূপ ভগবান চিৎপ্রধানা যে শক্তি দ্বারা সেই আনন্দকে জানেন এবং অপরকে জানান, তাহা হ্লাদিনী নামে পরিচিত।

(ভগবৎ সন্দর্ভ—১০২ অনুচ্ছেদ)

সন্ধিনীর মাধ্যমে ব্রজের প্রতিটি বস্তু সত্ত্বা অর্থাৎ ব্রজের নদ-নদী, পর্বত বৃক্ষ লতা আদি সমস্ত লীলার উপকরণ।
সম্বিৎ এর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে ব্রজের সম্বন্ধ জ্ঞানের সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রজের নন্দ, যশোদা, বলরাম আদি সম্বন্ধজ্ঞান।
হ্লাদিনীর মাধ্যমে পরস্পর লীলা বিলাসের দ্বারা আনন্দের সৃষ্টি। রাধারানী ও তৎ গোপীগণের সঙ্গে আনন্দরস আস্বাদন।

মথুরা ও দ্বারকায়

সেই স্বরূপশক্তির অংশিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী হতে অংশ স্বরূপ দ্বারকায় রুক্মিণী আদি মহীষিগণ।

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ৮
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ৮

(চৈঃ চঃ আঃ—৪।৭৪)

সন্ধিনী বৃত্তির মাধ্যমে দ্বারকায় প্রতিটি বস্তু সত্তা বা ধামাদি।
সম্বিৎ বৃত্তির দ্বারা দ্বারকার পারিবারিক সম্বন্ধ জ্ঞান।
হ্লাদিনী বৃত্তির দ্বারা দ্বারকায় ভগবৎজ্ঞানযুক্ত সংকুচিত প্রেম বা স্বকীয় প্রেম দৃষ্ট হয়।

অযোধ্যায়

স্বরূপ শক্তির অংশরূপে সীতাদেবী বিরাজমান। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুমহাপুরাণ বলেন—

রাঘবত্বে ভবেত্ সীতা কৃষ্ণজন্মে রুক্মিনী।
এবং যদা করোত্যেষা সদা শ্রীপদ সহায়িনী।

সেই স্বরূপশক্তির সন্ধিনী বৃত্তি হতে অযোধ্যা ধামাদি সৃষ্ট হয়েছে।
সম্বিৎ বৃত্তির দ্বারা অযোধ্যায় পারিবারিক সম্বন্ধজ্ঞান এবং হ্লাদিনী বৃত্তি হতে ভগবৎ জ্ঞান সংকুচিত প্রেম বা স্বকীয় প্রেম দৃষ্ট হয়।

বৈকুণ্ঠে

ঐ স্বরূপশক্তির অংশরূপে লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান।
"রাধা-বামাংশ-সম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরসৈব হি নারদ ৮
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদ-মথনোদ্ভুতা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষূরোদশায়িনঃ৮

(নারদপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ হে নারদ! শ্রীরাধিকার বামাংশ হইচে মহালক্ষ্মী উৎপন্না, তিনিই নারায়ণের ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কীর্ত্তিতা; তাঁহার অংশা ক্ষীরসাগর মন্থন হইতে উত্থিতা সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মী, তিনিই মর্ত্তলোকে 'লক্ষ্মীদেবী' এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর পত্নী।
সেই স্বরূপশক্তির সন্ধিনী বৃত্তি হতে বৈকুণ্ঠাদি ধাম সমূহ বা প্রতিটি বস্তু সত্ত্বা।
সম্বিৎ বৃত্তি হতে বৈকুণ্ঠে দাস ও প্রভু সম্বন্ধ
হ্লাদিনী বৃত্তি হতে সেবানন্দ, পূর্ণ ঐশ্বযযুক্ত সেবা রস আস্বাদিত হয়।

স্বরূপ

গোলোক ধাম

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।

(চৈঃ চঃ আঃ—৫।৪-৫)

এখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে বলরাম রূপে বিরাজমান। তিনি এখানে সেবক অভিমান ও গোপ অভিমানযুক্ত।

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৪৪-৪৫)

''এই ধামে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে মধুর লীলা করে থাকেন। এই বলদেবকে আদি কায়ব্যূহ বলা হয়। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। এখানে তাঁদের গোপ অভিমান। বলদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে সর্বদা তৎপর। এখানে বলদেবের পরিচয়েই কৃষ্ণের পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের অংশী হলেন শ্রীবলদেব। তিনি নিত্যকাল সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ ও আসনাদি দ্বারা দশবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী পরিচর্য্যা করে থাকেন।'' (আচার্যপাদের হরিকথা—বলদেবতত্ত্ব ৭৮ পৃঃ)

মথুরা ও দ্বারকায়

শ্রীভগবৎস্বরূপের শ্রীবলদেব মথুরা ও দ্বারকায় মুল সংকর্ষণ রূপে বিরাজমান।

২। সংকর্ষণ ঃ—''যস্তু সংঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীব প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ । পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ উপাস্যো*য়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ। স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ।'' (লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি বাসুদেবের বিলাসমূর্ত্তি ও দ্বিতীয় ব্যূহ। প্রলয়াবসানে সর্বজীবের প্রার্দুভাবের আস্পদ বলিয়া উপনিষদে 'জীব' নামে অভিহিত। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের কিরণ অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর এবং **অহংকার তত্ত্বের উপাস্য দেবতাবিশেষ।** তিনি অনন্তদেবে আবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ধারণ করিয়াছেন। শেষেরও সংহারক। ইনি রুদ্র, অদর্ণ, সর্প, যমও অসুরকুলের অন্তর্যামীরূপে জগতের সংহারক। প্রপঞ্চে তিনি সত্যলোকের উপরিভাবে বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সেবক ভগবান।

৩। প্রদ্যুম্ন ঃ—ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুত। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে ॥ স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্য ক্বচিন্নীলঘনচ্ছ বঃ। নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ ॥ অন্তর্যামিত্বমাপন্ন সর্গং সম্যক করোত্যসৌ। ব্যূহস্তর্যেঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি সংকর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি ও তৃতীয় ব্যূহ। **বুদ্ধিতত্ত্বের উপাস্য দেবতা বিশেষ।** বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে ইনার উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃত্তবর্ষে ইনার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্যা করিতেছেন। কোন কোন স্থানে সুবর্ণের ন্যায় আবার কোন কোন স্থানে নীল জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। ইনি সমষ্টি, সুক্ষ্ম ও স্থুল সৃষ্টির নিদান। ইনার অংশ গর্ভোদশায়ী। ইনি কামদেবে নিজ অংশ অর্পণ করিয়াছেন। ইনি বিধাতা, প্রজাপতি, দেব মানবাদি প্রাণীগণ ও কন্দর্পের অন্তর্যামীরূপে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন। প্রপঞ্চে তিনি দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেছেন। ইনি পুত্ররূপে বাসুদেবের সেবা করেন।

৪। অনিরুদ্ধ ঃ—''যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনূষিভিরুপাস্যতে। নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ ৮ ধর্ম্মস্যায়ং মনুনাঞ্চ দেবানাং ভুভজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্''॥ (লঘুভাগবতামৃতম্—১৯২)

অর্থাৎ ইনি সংকর্ষণের বিলাস মূর্ত্তি ও চতুর্থ ব্যূহ। মনীষিগণ **মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে** অনিরুদ্ধের উপাসনা

করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘের ন্যায়। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম, মনু, দেবতা ও নরপতিগণের অন্তর্যামীরূপে জগতের পালন করেন। প্রপঞ্চের মধ্যে ইনি শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থ ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপ অন্তর্গত ঐরাবতীপুরে অনন্ত শয্যায় বাস করিতেছেন। ইনি পৌত্ররূপে বাসুদেবের সেবা করেন

অযোধ্যায়

এখানে সেই বলরাম লক্ষণ নামে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেন এবং প্রদ্যুম্ন ভরতরূপে এবং অনিরুদ্ধ শত্রুঘ্নরূপে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা সুখ বিধান করে থাকেন। এ সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতম্ বলেন—

"তত্র শ্রীরামস্য বাসুদেবত্বেন নির্ণীতত্বাৎ, লক্ষণাদ্যাস্ত্রয়ঃ সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ক্রমাদ্ বোধ্যাঃ।"

(লঘুভাগবতামৃতম্—৮২)

অর্থাৎ স্কন্দপুরাণীয় রামগীতায় শ্রীরামচন্দ্রকে আদিব্যূহ বাসুদেবরূপে নির্ণয় করিয়াছেন এবং নবঘনশ্যাম বর্ণ ভরত এবং সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ লক্ষণ ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠে

সেই বলরাম দ্বিতীয় চর্তুব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসংকর্ষণরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। ইনি শ্রীবাসুদেব ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি লীলা করেন। তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নরূপে দাস অভিমান এবং চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধরূপে দাস অভিমান এবং সকলেই চতুর্ভূর্জ।

শিবলোক—ব্রহ্মলোকের পর উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ একাংশে 'মহাকাশ-ধাম'। তার উপরে মহা আলোকময় সদাশিবলোক। সেখানে ভোগদাতা, মোক্ষদাতা এবং ভগবান ও ভক্তিবর্দ্ধন, মুক্ত সকলেরই পূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ, সর্বদা একরূপ হয়েও শ্রীশিব প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি শ্রীভগবানের অর্চনা করে থাকেন। এই লোকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং বৈভববিলাসমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সদাশিব পার্বতী প্রভৃতি পরিকরগণের সহিত নিত্য অবস্থান করেন। তিনি কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, দিগম্বর ও অতি মনোরম। তিনি হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটা, গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ এবং গলদেশে মৃত বৈষ্ণব চূড়ামণিগণের অস্থি ধারণ করেন। ইনি সকামী ব্যক্তিগণের ভোগদাতা, নিষ্কাম ব্যক্তিগণের মোক্ষদাতা এবং ভগবৎভক্তগণের ভক্তিবর্দ্ধনকারী ও বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয়। (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২।৩।৪৯-৬৬)

রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—৩৮)

অনুবাদ— শ্রীরুদ্র (অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই) একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহার (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোমযাজী)—এই অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশ বাহু ও পাঁচ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিনটি নয়ন রয়েছে।

"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ। সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাৎ। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৫)

"দুগ্ধ যেমন (অম্লাদি) বিকারবিশেষের যোগে দধি হইলেও সেই দধি স্বীয় উৎপাদন কারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক বস্তু নয়, তদ্রূপ কার্যবশতঃ শম্ভূরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সংকর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (লঃ ভাঃ—৪২)

সদাশিবাখ্যা তন্মূর্তিস্তমোগন্ধবিবর্জিতা। সর্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিত ॥

(লঃ ভাঃ—৪৩)

বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তবর্ত্তী শিবলোকে সর্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনাম্নি শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

ব্রহ্মলোক—বিরজা নদী পার হলে দুরন্ত ঘন অন্ধকার অতিক্রম করে কোটিসূর্যতেজস্বী পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জময়

এই ব্রহ্মলোক। এই লোকে মুক্তি দুইপ্রকার। প্রথম মুক্তি কারণ সমুদ্রের মধ্যে ঈশ্বর বা পরমাত্মাসাযুজ্য। দ্বিতীয় কারণ সমুদ্রের পরপারে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিপ্রদ বা সিদ্ধলোক। এই মুক্তিপদে অষ্টাঙ্গ যোগীগণ পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এই পরমাত্মা গুণাতীত হলেও 'ভক্তবাৎসল্যাদি' গুণের আধার, নিরাকার হলেও মনোহর আকৃতি বিশিষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হলেও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধহীন। তিনি কখন কখনও নিরাকার আকৃতি যুক্ত হন। যাঁরা এই স্থানে গমন করেন, তাঁরা আত্মারাম বা পূর্ণকামী হন। এই স্থানের সুখ পরম অনির্বচনীয়। এই স্থানের আনন্দের তরঙ্গের বেগে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। ইহা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ লোকের চতুর্দিকে এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা নিরাকার ব্রহ্ম, সাকার ভগবানের নির্মল অঙ্গকান্তি।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিস্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তৎব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দামাদিপুরুষং ভজামি।

(ব্রহ্মসংহিতা—৪০)

যাঁরা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সহিত নিজেজের এক করে জ্ঞানমার্গে সাধনা করেন, তাঁরা সিদ্ধিলাভের পর এই নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধি নষ্ট হলে জড়-বিচিত্রহীন ঐ ব্রহ্মলোকে স্থান পায়। ভগবানের হস্তে নিহত অসুরগণ এই লোকে স্থান পায়। আবার নির্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী বা মায়াবাদীগণ এই স্থানে অবস্থান করেন। এই ধাম চিৎস্বরূপ কিন্তু চিৎশক্তিগত বিচিত্রতা এখানে নাই। (বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২।৩।৩২-৪০)

ব্রহ্ম নিধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্ ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—২০৯)

অর্থাৎ নির্গুণ, নির্বিশেষ ও অমূর্ত্ত ব্রহ্ম সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সূর্যমণ্ডল যেমন বাইরে নির্বিশেষ বা বিচিত্রতা রহিত জ্যোতির্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডনের মধ্যে সবিশেষ অর্থাৎ সূর্যের রথাদি বিচিত্রতা দেখা যায়।

সূর্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।
ভিতরে সূর্যের রথ আদি সবিসেষ ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিৎবিলাস।
নির্বিশেষ জ্যোতিবিম্ব বাহিরে প্রকাশ। (চৈঃ চঃ আঃ—৫।৩৪, ৩৭)

শাস্ত্রে যে পাঁচপ্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি (ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া) লাভ হয়ে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞানীগণ তা প্রার্থনা করে থাকেন। কিন্তু ভক্তরা তা স্বীকার করেন না।

বিরজা বা কারণসমুদ্র—বিরজা শব্দের অর্থ যেস্থানে রজঃ অর্থাৎ মায়া বিগত হয়েছে। জীবগণের বুদ্ধি মায়া অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণ থেকে বিগত হয়ে গুণাতীত অবস্থা লাভ করার পর ঐ নদীতে গুণত্রয় ধৌত হয়। জীবগণের বুদ্ধি এইরূপ নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল, ত্রিধর্ম হতে ঐস্থানে মুক্ত হয়।

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—২১৮)

প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী বিরজা নদী। এই শুভদায়িনী নদী বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্ত্তিমান দেবগণের অঙ্গস্বেদ জনিত জলধারা দ্বারা প্রবাহিত। এর পরপারেই ত্রিপাদবিভূতিযুক্ত সনাতন আনন্দময় ধাম বৈকুণ্ঠ অবস্থিত।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ৮
সেই ত' কারণার্ণবে সেই সংকর্ষণ।

আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥

(চৈঃ চঃ আঃ—৫।৫১-৫২, ৫৪-৫৫)

খ) সৃষ্টিলীলা (জড়জগত)

কৃষ্ণের ইচ্ছা-জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির দ্বারাই সমস্ত চিদাচিদজগৎ প্রকাশ

অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্বকর্ত্তা। জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন। তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ ॥
অহংকারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫২-২৫৫)

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।২)

অনুবাদ—গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মপত্র; তাহার কর্ণিকার, তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব।

শ্রীসংকর্ষণের মায়াদ্বারা জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ। জড়রূপা প্রকৃত নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে। তাহাতেই সংকর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি। লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫২-২৫৫)

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনি রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভুতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥

(ভাঃ—১০।৪৬।৩১)

অনুবাদ—এই শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের বীজযোনি (নিমিত্ত ও উপাদান)স্বরূপ; তাঁহারা দুইজনেই পুরুষ ও প্রকৃতি; এই পুরাণ-পুরুষদ্বয় সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে প্রবষ্টি হইয়া বিলক্ষণ জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বরূপ (ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি)

প্রথম পুরুষাবতার বিচার বর্ণন—

শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র সৃষ্টিলীলার আধার সংকর্ষণ। বৈকুণ্ঠে যিনি মহাসংকর্ষণ তিনিই এক অংশে প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু ।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজ বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ (ভাঃ—১১।৪।৩)

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ, যথা একাদশে—''আদিদেব নারায়ণ যৎকালে নিজমায়াবিরচিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নির্মাণ করিয়া অর্ন্তযামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তিনি 'পুরুষ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়ো সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরসুরার্চ্চিতাঃ ॥

(ভাঃ—২।৯।১০)

অনুবাদ—''কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্যকারণ রূপ প্রকৃতি মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ বিরাট, স্বরাট, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।''

শক্তি

(মহামায়ার পরিচয়)

মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া আর প্রধান। মায়া নিমিত্তহেতু, 'প্রধান' বিশ্বের উপাদান
ইনি স্বরূপশক্তি ছায়া। কৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের উপর কাজ করে। মায়ার দুটি ভাগ—জীবমায়া ও গুণমায়া। জীবমায়া জীবকে আশ্রয় করে থাকে আর গুণমায়া প্রকৃতিতে থাকে। যে সকল জীব ভগবানকে বাদ দিয়ে আনন্দ চর্চা করতে চায় জীবমায়া সেই সকল জীবকে জড়ীয় ভোগবাসনা দিয়ে তার স্বরূপ (কৃষ্ণদাস) জ্ঞানকে আবরণ করে দেয়। জীবমায়ার এই কার্যকে 'আবরণাত্মিকা' বলে। জীবের এই বাসনাগুলি জীবকে ভোগ করাবার জন্য 'গুণমায়া' দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। জীবমায়ার দ্বারা মন, বুদ্ধি ও অহংকার সূক্ষ্মশরীর এবং গুণমায়ার পঞ্চমহাভূত, পঞ্চবিষয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম কর্মেন্দ্রিয়—এই ২০ টি উপাদান দিয়ে স্থূলশরীর সৃষ্টি হয়। তার **সন্ধিনী বৃত্তি** হতে গুণমায়া নামে পরিচিত, যার দ্বারা পঞ্চমহাভুত (আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, অগ্নি), পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চবিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (পাদ, পাণি, বাক, পায়ু, . উপস্থ)—এই ২০ টি তত্ত্ব নিয়ে জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন । সম্বিৎ বৃত্তির দ্বারা মন, বুদ্ধি ও অহংকারাদি সূক্ষ্ম দেহাদির দ্বারা জড়ীয় পিতা, মাতাদি সম্বন্ধ এবং হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা প্রাকৃত বস্তুর সহিত জড়ীয় আনন্দ।

কারণোদশায়ীর মায়ার প্রতি ঈক্ষণ ও মহতত্ত্বের সৃষ্টি

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসংকর্ষণ। পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম।
সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন। কারণাব্ধিশায়ী নাম—জগৎকারণ ॥
কারণাব্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৬৩, ২৬৮-২৬৯,-২৫৫)

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ। আদ্য-অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ।
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা।
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ। প্রকৃতি-কারণ যৈছে অজাগলস্তন।
(চৈঃ চঃ আঃ—৫।৫৬-৬১)

সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান। প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যের আধান ॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাস রূপে প্রকৃতি স্পর্শন। জীব রূপ বীর্য তাতে কৈলা সমর্পণ ॥

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষায়—''সঙ্কল্পেনৈব তত্তৎকরণাৎ'' (লঘুভাগবতামৃতম্-২৪)—অর্থাৎ যিনি সংকল্পমাত্রেই প্রকৃতি ও তত্তৎকার্য যথা মহদাদির বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্ত্তনাদি করে থাকেন এবং অশুদ্ধমায়াসংসৃষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হলেও অচিন্তশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি বা মায়াসংসর্গ রহিত। যদিও তিনি মায়াতীত এবং মায়ার সহিত ব্যবহার করবার কোন প্রয়োজন নাই তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়ার সহিত ব্যবহার করেন ভোগবাসনাগ্রস্থ জীবের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য। মায়া জড়রূপা এবং জীব অণুচেতনযুক্ত, কিন্তু ভগবান মায়াকে নিয়ে ব্যবহার না করলে জীব চেতন হয়েও জড়রূপা মায়াকে ভোগ করতে পারে না। জীবের মধ্যে ভোগবাসনা থাকার জন্য সংকর্ষণের প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু কারণবারিতে শয়ন করে মায়ার দিকে ঈক্ষণ করলেন মাত্র। এই ঈক্ষণটা জীবের প্রয়োজনে নিজের জন্য নয়। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সকল সূক্ষ্মবাসনাগ্রস্থ জীব বা হিরণ্যগর্ভ কারণে অবস্থান করে। কারণবারি বাইরে মায়া সাম্যাবস্থায় থাকে, কারণ মায়া জড়রূপা ও নিষ্ক্রিয়। কারণবারিকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তাঁর নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

সেই ত কারণার্ণবে সেই সংকর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥
মহৎস্বষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত কারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।

কারণ সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ—৫।৫৫-৫৭)

বাসনাগ্রস্থ সূক্ষ্ম জীবকে বা হিরণ্যগর্ভকে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যখন জড়রূপা প্রকৃতিতে আধান করলেন তখন প্রকৃতি বা মায়া সাম্যাবস্থা হতে ক্ষুভিত হয়ে নির্দিষ্ট কালেতে মহত্তত্ত্ব প্রসব করলেন।

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃপুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্ ॥

(ভাঃ—৩।২৬।১৯)

কালবশে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষুভিত হলে পরম পুরুষ—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকৃতিতে বীর্যের (জীবের) আধান করেন, তখন সেই মায়ার প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বকে প্রকাশ করেন। কোন পুরুষ স্ত্রীযোনিতে বীর্য্যাধান করলে স্ত্রী যেরূপ নির্দিষ্ট সময়ে সন্তান প্রসব করে থাকেন, সেরূপ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু রূপ পুরুষ প্রকৃতি রূপ যোনিতে জীবরূপ বীর্যস্থাপন করাতে প্রকৃতি মহত্তত্ত্বরূপ সন্তানকে প্রসব করলেন।

মহত্তত্ত্বের বিবরণ—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্য সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥

(ভাঃ—৩।২৬।১৯)

অনুবাদ—সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্মিনী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

''সেই ভগবান মহাবিষ্ণুই গোলোকস্থ মূল সঙ্কর্ষণের প্রকাশবিগ্রহ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসংঙ্কর্ষণের অংশ প্রথম পুরুষাবতার; তিনি মায়িক জগতে নারায়ণ নামে খ্যাত। সেই সনাতন পুরুষ হইতেই কারণার্ণব নামক সমুদ্রের জলরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সেই জলে স্বরূপানন্দসমাধিগত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন; তিনি নিজে পরম পুরুষ ভগবান্ এবং সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতারগ্রহণকারী। সেই সংঙ্কর্ষণাংশ মহাবিষ্ণুর—জীবগণের সহিত মহত্তত্ত্বরূপ প্রপঞ্চাত্মক যে বীজ মায়াতে আহিত হইয়াছিল, তাহাই ভূতসূক্ষ্মপর্যন্ততাপ্রাপ্ত হইয়া পরে লোমবিবরসমূহে অন্তর্ভূত হইয়া অনন্ত হেমডিম্বরূপে এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতকর্তৃক আবৃত হইয়া উৎপন্ন হয়।'' (লঘুভাগবতামৃত—২৭)

এই মহত্তত্ত্বই হৈমাণ্ড অর্থাৎ স্বর্ণ নির্মিত অণ্ড বা ডিম। ইহা সৃষ্টির পূর্বে মায়ার বিকারের প্রথম অবস্থা। মহতত্ত্ব সমগ্র জীব ও জড়ের সূক্ষ্মসমষ্টি।

মহতত্ত্ব থেকে ত্রিবিধ অহংকার ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহংকার। যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥
সর্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তরা নাহিক গণন ॥
ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—মহাবিষ্ণু নাম। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়। পুরুষ নিঃশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥
পুনরপি নিঃশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর। অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর, সব—মায়া পার ॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইঁহো অন্তর্যামী । কারণাব্ধিশায়ী—সর্ব জগতের স্বামী ॥

চিত্তরূপে মহতত্ত্বের অবস্থান, যার অধিষ্ঠাতৃ দেব—বাসুদেব (ভাঃ—৩।২৬।২১), সেই মহত্তত্ত্ব হতে কালেতে বিকার প্রাপ্ত হয়ে ত্রিবিধ অহংকারের সৃষ্টি হয়। যথা—ত্রিবিধ অহংকার—মহত্তত্ত্ব (চিত্তের মধ্যে অবস্থান)—বাসুদেব চিত্ত অধিষ্ঠাতৃদেবতা, ভাঃ—৩।২৬।২১)—১। বৈকারি বা সাত্ত্বিক অহংকার—দেবতাগণ বা মন, যাঁর অধিষ্ঠাতৃদেব অনিরুদ্ধ, (ভাঃ—৩।২৬।২৭-২৮); ২। তৈজস বা রাজসিক অহংকার — বুদ্ধি (অধিষ্ঠাতৃদেব প্রদ্যুম্ন; ভাঃ—৩।২৬।৩০-৩১) ও ইন্দ্রিয়গণ ও ৩। তামস অহংকার—পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বা বিষয়ের সৃষ্টি হয়। পঞ্চমহাভুত হতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই অহংকারত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব (সংকর্ষণ ভাঃ—৩।২৬।২৫) যেমন আকাশে শব্দ; বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং মাটিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই আছে। এই পর্যন্ত জীবের ভোগের বিষয় সৃষ্টি হলো।

২য় পুরুষাবতারের বিচার বর্ণন—

''প্রত্যণ্ডজমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্''—(ব্রহ্মসংহিতা—৫।১৪)

অনুবাদ—তৎপরে সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক অংশে নিজে প্রবেশ করেন।

সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। রহিতে নাহিক স্থান করিলা বিচার ॥
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল। সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥
নিজাঙ্গ স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন। আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস। আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ—৫।৯৪-৯৮)

পঞ্চমহাভুত হতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর এক অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু তাঁর সূক্ষ্ম শরীর সকল হিরণগর্ভ বা বাসনাগ্রস্ত জীব নিয়ে প্রবেশ করে তাঁর স্বেদাঙ্গ জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করে সেখানে বৈকুণ্ঠ রচনা করে জলে শয়ন করলেন। পূর্বে মহত্তত্ত্বের মধ্যে সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ (বাসনাগ্রস্ত জীব) ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান সূক্ষ্মরূপে ছিল। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হবার পর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে ব্যষ্টি হিরণ্যগর্ভ নিয়ে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে প্রবশে করলেন। মহত্তত্ত্ব ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী বিষ্ণু একজন; কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত গর্ভোদশায়ী, তাই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার 'গর্ভোদশায়ী' হইতে তিন গুণাবতার

বামাঙ্গদসৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্।
জ্যেতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কুর্চ্চদেশাদবাসজৎ ॥ (ব্রহ্মসংহিতা—৫।১৫)

অনুবাদ—সেই মহাবিষ্ণু স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে এবং কুর্চ্চদেশ বা ভ্রূদ্বয় হইতে জ্যোতিলিঙ্গময় শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন।

''সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-র্যুক্ত পরঃ পুরুষ এক ইবাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোনৃর্ণাং স্যুঃ ॥

অনুবাদ—''সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভফলের উদয় হয়; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব হইতে হয় না।''

অত্র কারিকা—

বিষ্ণু—যোগো নিয়মকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃস তৈর্ন যুজ্যতে তত্র স্বাংশ পরস্য যঃ ॥
(লঘুভাগবতামৃতম্—৩২)

অনুবাদ—নিয়মকতারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে যোগ বলে। অতএব সেই গুণাবতার তিন জনের মধ্যে যিনি পরমপুরুষ ভগবানের স্বাংশ, তিনি বিষ্ণু; তিনি সেই গুণত্রয়ের সহিত কখনই যুক্ত হন না।

''বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ কিন্তু সঙ্কল্পনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ''
(হরিবংশে শিবোক্তি, লঃ ভাগবতামৃতম্ বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকা-৩৩)

তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্যমাত্রে রজো গুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং শ্রীবিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক হয়েন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী। 'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥

গুণাবতার বিচারে ব্রহ্মার পরিচয়—

এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি হতে এক পদ্মের জন্ম হয়। সেই পদ্মের নালে চৌদ্দ লোকের সৃষ্টি হলো। এই চৌদ্দলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন জীবের ভোগের স্থান। জীবের ভোগের স্থান রচনা হলেও জীব যে দেহ দিয়ে ভোগ করবে সে দেহ এখনো সৃষ্টি হয় নাই। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমল হতে ব্রহ্মার জন্ম এবং চৌদ্দলোকের সর্বোপরি সত্য লোকে ব্রহ্মার আবাসস্থান।।

ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞক। ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভুৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা।
বৈরাজঃ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ। কদাচিদ্ ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্ ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—৩৩)

সূক্ষ্ম 'হিরণ্যগর্ভ' ও স্থুল 'বৈরাজ' ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য উপভোগ করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলে এবং যিনি সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত, সেই স্থূলরূপকে 'বৈরাজ' বলে। বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ প্রচারার্থ প্রায়ই চর্তুমুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু হইয়া দেবগণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের বরদাতা। কখনও বা (অর্থাৎ পূর্বকল্পের ব্রহ্মার মুক্তিতে) যে কল্পে ব্রহ্মার পদবী লাভের উপযুক্ত জীব না পাওয়া যায় সেই কল্পে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই সৃষ্টিকার্য করিয়া থাকেন।

"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥"

(পদ্মপুরাণ)

অনুবাদ—"কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন। আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।" যে মহাকল্পে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেন, তৎকালে বৈরাজ ব্রহ্মা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, দুইই সিদ্ধ হইল।

ভক্তিমিশ্র-কৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তমে। রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মনে ॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়। আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।৩০২-৩০৩, ৩০৫)

এখন ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ হতে বাসনাগ্রস্থ জীব ও বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ড হতে পঞ্চমহাভুতের উপাদান নিয়ে জীবের বাসনা অনুসারে পৃথক পৃথক দেহ সৃষ্টি করলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা ৮৪ লক্ষ রকমের দেহ সৃষ্টি করলেন। দুইরূপে ব্রহ্মার কাজ করেন। যখন হিরণ্যগর্ভ হতে জীবগুলিকে আনেন তখন হিরণ্যব্রহ্মা এবং বিরাট হতে পঞ্চমহাভুতের উপাদান গ্রহণ করেন তখন তাঁর নাম বৈরাজ ব্রহ্মা। তামসিক অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চবিষয় সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিষয় ভোগ করবার জন্য জীবের ইন্দ্রিয়ের দরকার। তাই বৈরাজ ব্রহ্মা রাজসিক অহংকার থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় দিলেন। এই ইন্দ্রিয় লাভ হলেও ইন্দ্রিয়ের শক্তি না থাকলে বিষয় ভোগ হয় না, সেইজন্য বৈরাজ ব্রহ্মা সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের সৃষ্টি করলেন। এইরূপে জীবের দেহ তৈরী হলো। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। জীবের দেহ লাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম শুরু হয়ে গেল

গুণাবতার বিচারে শিবতত্ত্ব বর্ণন

রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্—৩৮)

অনুবাদ— শ্রীরুদ্র (অজৈকপাৎ, অহির্বধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই) একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহার (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোমযাজী)—এই অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশ বাহু ও পাঁচ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিনটি নয়ন রয়েছে।

"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ। সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাৎ। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৫)

"দুগ্ধ যেমন (অম্লাদি) বিকারবিশেষের যোগে দধি হইলেও সেই দধি স্বীয় উৎপাদন কারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক বস্তু নয়, তদ্রূপ কার্যবশতঃ শম্ভুরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সংকর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(লঃ ভাঃ—৪২)

সদাশিবাখ্যা তন্মূর্তিস্তমোগন্ধবিবর্জিতা। সর্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিত ॥

(লঃ ভাঃ—৪৩)

বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তবর্ত্তী শিবলোকে সর্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনাম্নি শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা। তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ ইত্যাদি ॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৮)

অর্থাৎ সেই রমাদেবী অর্থাৎ ভগবৎ রমনকারিণী স্বপ্রকাশরূপা শক্তিই নিয়তি অর্থাৎ স্বয়ংভূতা ভগবৎ শক্তি; তিনি ভগবৎপ্রিয়া ও ভগবদবশবর্ত্তিনী। সৃষ্টিকালে শ্রীকৃষ্ণাংশ সংকর্ষণের স্বাংশজ্যোতিরূপ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নস্থানীয় জ্যোতিরূপ সনাতন অংশ, তিনিই ভগবান শম্ভু বলিয়া কথিত। সেইরূপ অপ্রকটরূপা যোগমায়ার যিনি যোনিস্থানীয় বা ছায়ারূপ অংশ, তিনিই অপরা অর্থাৎ মায়ানাম্নি শক্তি, সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই গোবিন্দের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টির জন্য মায়ার প্রতি দর্শনেচ্ছা জন্মে; তিনি সেই দর্শনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত মহৎতত্ত্বরূপ বীজ বা বীর্য মায়াতে প্রদান করেন।

শ্রীধর স্বামীপাদ (ভাঃ—১১।১৫।১৬) টীকায় বলেছেন—

বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণ্য চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যন্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥

বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটি পুরুষের উপাধি শূন্য যে বস্তু তাকে তুরীয় বলে। পঞ্চভূতাত্মক জীবের স্থূল শরীরটি মৃত্যুর পর বিরাটের মধ্যে মিশে যায় এবং বাসনাযুক্ত মন, বুদ্ধি ও অহংকারাত্মক সূক্ষ্ম শরীরটি পুরুষের ঔপাধিক সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। আবার বাসনা অনুসারে স্থূল দেহ পেলে হিরণ্যগর্ভ থেকে বিরাটে আসে। এইভাবে বাসনাগ্রস্ত জীব কর্ম অনুসারে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যনে যাতায়ত করতে থাকে। যখন মহাপ্রলয় হয় তখন বিরাট প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ বাসনাগ্রস্ত জীবগুলি কারণে অবস্থান করে। আবার সৃষ্টি হলে কারণ হতে জীবগুলি বীর্যরূপে প্রকৃতিতে আসে। এইভাবে যতক্ষণ জীবের কর্মবাসনা থাকবে ততক্ষণ সে কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকবে।

প্রকৃত জগতের মাহাত্ম্য

প্রকৃত জগতের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভু থেকে সত্য লোক সাতটি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সাতটির মধ্যে স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই পাঁচটিকে দিব্যস্বর্গ বলে। এই লোকসমূহে জরা, ব্যাধি নাই, চিরযৌবন বিদ্যমান। অতল হতে পাতাল পর্যন্ত সাতটি লোক নিম্নে অবস্থিত। এদেরকে বিল্বস্বর্গ বলে। এখানে দিব্যস্বর্গ থেকে অধিক ভোগ, ঐশ্বর্য বিদ্যমান। এখানে সাধারণত দৈত্য, দানব ও নাগগণ গৃহপতি হয়ে বাস করেন। পত্নী, পুত্র, সুহৃদ পরস্পর সতত আনন্দিত। ইন্দ্রাদি অপেক্ষা এদের ভোগ অপ্রতিহত, এরা মায়া অবলম্বন করে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। মায়াবী ময়দানবের নির্মিত পুরী বিদ্যমান। এই লোকে সূর্যের প্রকাশ নেই। শ্রেষ্ঠ নাগগণের মস্তকস্থ মণি সর্বত্র অন্ধকার বিনাশ করে থাকে। এরা দিব্য ঔষধী, রস ও রসায়ন দ্রব্য পান ও ভোজন করে বলে তাঁদের মনঃপীড়া, দেহপীড়া, চর্মশৈথিল্য, কেশপক্কতা, বার্দ্ধক্য, দেহের বিবর্ণতা দুর্গন্ধ, কান্তি প্রভৃতি দেহের ধর্ম নাই। এই লোকের অধিবাসীদের উপর ভগবানের সুদর্শন তক্র ছাড়া মৃত্যুকোনরূপে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

পৃথিবীর অষ্ট আবরণ

সত্যলোকের উপরিভাগে ব্রহ্মাণ্ডের অষ্ট আবরণ অবস্থিত।পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে উত্তরোত্তর ১০ গুণ বৃহত্তর আবরণ আছে। যথা—

১। **পৃথিবী বা ক্ষিতি**—এখানে বরাহরূপী ভগবান অবস্থান করছেন। তাঁর প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিভূতি পরিভ্রমণ করছে এবং তিনি সেই ঐশ্বর্য অধিকারী ধরিত্রীদেবী কর্ত্তৃক পূজিত হচ্ছেন।

২। **জল বা অপ**—এখানে মৎস্যরূপী ভগবান অবস্থান করছেন।

৩। **তেজ**—এখানে সূর্যরূপী ভগবান অবস্থান করছেন।

৪। **মরুৎ**—এখানে প্রদ্যুম্নরূপী ভগবান অবস্থান করছেন।

৫। **ব্যোম**—এখানে অনিরুদ্ধরূপী ভগবান অবস্থান করছেন।

৬। **অহংকার**—এখানে সংকর্ষণরূপী ভগবান অবস্থান করছেন।

৭। **মহতত্ত্ব**—বাসুদেবরূপী ভগবান অবস্থান করেন।

৮। **প্রকৃতি**—এখানে মহাতেজোময় প্রকৃতির আবরণ। সেই প্রকৃতি নিবিড় শ্যামকান্তি। এখানে প্রকৃতি দেবী নিজ ঈশ্বর বিষ্ণুর পূজা করেন। এইস্থানে যারা গমন করেন তাদেরকে প্রকৃতি দেবী অণিমাদি সিদ্ধির দ্বারা কৃপা করেন।
(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২।৩।১২-৩১)

সপ্ত উর্দ্ধলোক

বদ্ধজীব আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। অধঃসপ্তলোক ও উর্দ্ধসপ্তলোক নিয়ে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড। উর্দ্ধ সপ্তলোকগুলি যথাক্রমে—ভু, ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য। তার মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুব ও স্বঃ—এই তিনপ্রকার লোকে সকাম পূণ্যকামী গৃহমেধীগণের ভোগময় স্থান। আর তাঁর উর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চারলোক অগৃহস্থ ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান। তার মধ্যে উপকুর্বাণ অর্থাৎ যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে গুরুগৃহে বাস করে গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁদের বাসস্থান মহর্লোক। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁরা আজীবন গুরুগৃহে বাস পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালনরত, তাঁরা জনলোকে বাস করেন। বানপ্রস্থাশ্রমীগণের প্রাপ্তিস্থান তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্যস্থান সত্যলোক। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত বা যাঁদের এইজগতের ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হবার দুষ্ট আশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন।

ভূলোক—আমাদের এই পৃথিবীই ভূলোক। মানুষ, পশু, পক্ষী আদি জীবগণের বাসস্থান। এখানে সাতসমুদ্র (লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল), সপ্তদ্বীপ (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর) এবং নয়টি বর্ষ (ভারত, কিন্নর, হরি, কুরু, হিরন্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল) রয়েছে। লবণসমুদ্র জম্বুদ্বীপকে ও প্লক্ষদ্বীপ লবণসমুদ্রকে বেষ্ঠন করে রয়েছে। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য জম্বুদ্বীপকে তথা লবণসমুদ্রকে বেষ্টন করে রয়েছে। সর্বোচ্চ ও ব্যাপক পুষ্করদ্বীপের উর্দ্ধসীমায় পৃথিবীর পরিভ্রমণ কক্ষ। এই কক্ষের নাম মানসোত্তর গিরি। ইহাই ভুলোকের শেষসীমা।

ভুবলোক—ভুবলোকে গ্রহ ও উপগ্রহ সকল অবস্থিত। পিতৃপরুষগণের নিবাসস্থান। ভুবলোক ভুলোককে পরিবেষ্ঠন করে আছে।

স্বর্গলোক—স্বলোক বা স্বর্গ তিনটি। ক) বিলস্বর্গ—আমাদের এই পৃথিবীর নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ সপ্ত অধঃলোককে (পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল) বিলস্বর্গ বলে।

খ) ভৌমস্বর্গ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ ও জম্বুদ্বীপের নয়বর্ষকে একত্রে ভৌমস্বর্গ বলে। এইস্থলে যিনি যেমন কর্ম করেন, সেইরূপ লোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। পুণ্যকর্মের মাধ্যমে স্বর্গসুখ এবং পুণ্য শেষ হলে তারা এই সমস্ত বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

গ) দিব্যস্বর্গ—ভুবলোকের পর দিব্যলোকে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগসুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে সর্বাপেক্ষা পুণ্যকর্ম করলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্যস্বর্গে অদিতিনন্দন লক্ষ্মীসহ উপেন্দ্র সকলের পূজিত ভগবান। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে ইন্দ্রের দ্বারা অর্চ্চিত হন। এখানে নন্দনকানন, অমৃত, পারিজাত, রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে এবং দেবগুরু বৃহস্পতির অনুপ্রেরণা অনুসারে ইন্দ্র দেবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্বক মুনিপত্নী গণের সতীত্ব হরণ করে শাপভয়ে ও লজ্জায় আত্মগোপণ করে থাকেন। যারা জাগতিক সুখভোগকে বাড়াতে চান, তারাই পুণ্যকর্মের দ্বারা দিব্যস্বর্গ লাভ করেন।

মহর্লোক—ইহা দিব্যস্বর্গের উর্দ্ধে অবস্থিত। যারা স্বর্গের থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর যাগ-যজ্ঞের কর্মের দ্বারা এইলোক প্রাপ্ত হন। এই লোকে মুক্ত পুরুষগণ বাস করেন। যেমন ভুলোকের সাম্রাজ্য সুখ থেকে স্বর্গে ইন্দ্রপদ কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ ইন্দ্র পদ হতে মহলোকে কোটিগুণ সুখ। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ এইলোকে বাস করেন। এখানে যতিগৃহে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। এখানে বৃহৎ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হয়ে থাকে, ভগবান সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। ভু, ভুব ও স্বর্গে যে সুখ, বৈভব ও ভজন নাই এইলোকে সেটা বর্ত্তমান। স্বর্গলোকের মত এখানে পরস্পর স্পর্দ্ধা, হিংসা, দ্বেষ ও কাম-ক্রোধাদি নেই। স্বর্গের মত দৈনন্দিন প্রলয়ে নষ্ট হয় না। এই লোক সত্যলোকের মত দ্বিপরার্দ্ধকাল বা ১০০ বছর স্থায়ী। এই লোকে অধিবাসীগণ অণিমা, মহিমাদি সিদ্ধি দ্বারা নিষেবিত। এই লোকে যারা গমন করেন, তারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মনুষ্যগণ যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন। সহস্র চর্তুযুগপ্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের মধ্যে ত্রিলোক দগ্ধ হয়। সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোক তাপিত হয়। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান

করেন।

জনলোক—মহঃলোকের উপরিভাগে জনলোক। পূর্ব কথিত মহঃলোক ও জনলোকের মধ্যে কোন ভেদ নাই। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞানুষ্ঠান থেমে যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্র উপস্থিত হলে ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন, তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময় রাত্রি বলে গণিত হয়। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তা ত্রিলোক দাহ তাপ হতে উৎকট ও কষ্টকর। দৈনন্দিন প্রলয়ে যখন ত্রিলোক দগ্ধ হয়, তখন মহঃলোকও উত্তপ্ত হয়, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ সেইসময় জনলোকে গমন করেন। নবযোগেন্দ্র ঋষিগণ এইস্থানে অবস্থান করেন।

তপলোক—তপোলোক জনলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য বলে এইলোক লাভ হয়। এইস্থানে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার বা চতুর্সন, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, পিপ্পলায়ন ঋষিগণ বাস করেন। মঙ্গলময় জনলোক ও মহলোকের মতো ত্রিলোক ধ্বংস হলেও এখানে মনের কোন দুঃখ নাই। এখানে জনলোক ও মহলোক অপেক্ষা অধিক সুখ বিদ্যমান। এখানে মুনি-ঋষিগণ সর্বদা সমাধিস্থ থাকেন, তাঁরা আত্মারাম, পূর্ণকাম। অন্য কোন বিষয়ে এদের মনোসংযোগ নেই। ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত এইস্থান লাভ হয় না। প্রাজাপত্য সুখ হতে অধিক সুখ এখানে বিরাজ করছেন। অণিমাদি সুখ মূর্ত্তিমতী হয়ে আত্মারামগণের সেবা করছেন। এখানে অর্চ্চামূর্ত্তির অধিষ্ঠান নাই। চিত্তঅধিষ্ঠাতা বাসুদেব এখানে মুনিগণের দ্বারা মানসধ্যানের বিষয় হয়ে রয়েছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ নারায়ণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের গন্ধমাদন পর্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করছেন।

সত্যলোক—তপোলোকের উপরিভাগে এই লোক অবস্থিত। এই লোক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ড সীমার সর্বশেষভাগে অবস্থিত। এখানে শোক-মোহ নাই। সর্বত্র পরম বিভূতি ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত। এইলোক দ্বিপরার্দ্ধকাল বা ১০০ বছর স্থায়ী। এখানে ভগবান তাঁর একটি বৈকুণ্ঠ লোক—যেখানে তিনি সহস্রশীর্ষা পুরুষরূপে প্রকটিত থাকেন, তা প্রকাশ করে শেষনাগের শয্যায় লক্ষ্মী দ্বারা সেবিত হয়ে অবস্থান করছেন। গরুড়ও কৃতাঞ্জলি হয়ে আছেন। তপোলোক অপেক্ষা এখানে সুখ সর্বত অধিক। চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মার দিন অতীত হলে এখানে রাত্রি হয়, তখন লোকত্রয় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। ভগবান ব্রহ্মার সহিত শেষনাগের উপর শয়ন করেন। এখানে দৈত্যভয়ও আছে। দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা পলায়ন করেন। তখন ভগবান দৈত্যকে বিনষ্ট করে অপর কোন যোগ্য পুরুষকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার কর্ত্তব্য এক বিরাট ব্যাপার। ব্রহ্মাকেও চিন্তাতুর হতে হয়। ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর হলেও কালভয়ে তাকে ভীত থাকতে হয়। ''স্বধর্মনিষ্ঠ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি'' (ভাঃ-৪।১৪।২৯) অর্থাৎ শত জন্ম শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের দ্বারা এই লোক লাভ হয়। এই লোকে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। **(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—২।২)**

অধঃসপ্তলোক (ভাঃ—৫।২৪।১৬-৩১)

১। অতল—এখানে ময়দানবের পুত্র 'বল' দানব বাস করেন। ইনি ৯৬ প্রকার মায়াবিদ্যায় নিপুণ। এই সকল মায়ার কোন কোন মায়া জগতে মায়াবী ধারণ করছে। ঐ দানব জৃম্ভণ বা হাই তুলতে তার মুখ হতে স্বৈরিণী (সবর্ণে রতা) , কামিনী (অসবর্ণে রতা) ও পুংশ্চলী (পতিচঞ্চলা)—এই তিন শ্রেণী নারীর সৃষ্টি হয়। কোন পুরুষ অতলে প্রবেশ করলে তারা 'হাটক' নাম রস সেবন করিয়ে অযুত হস্তি সম বল ধারণ করিয়ে তার সঙ্গে ক্রিয়া করে থাকে।

২। বিতল—অতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে হাটকেশ্বর মহাদেবের নিবাসস্থল। তিনি ভবানীসহ এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করবার জন্য বাস করছেন। এই হর-গৌরীর বীর্য হতে 'হাটকী' নামক নদী বিতলে প্রবাহিত হচ্ছে। পরে হরি-গৌরী ফুৎকার করলে উহা হাটক নামক স্বর্ণে পরিণত হয়, যা অন্তঃপুরে স্ত্রী-পুরুষগণ অলংকাররূপে পরেন।

৩। সুতল—বিতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে বিরোচন পুত্র বলি মহারাজ আজও রয়েছেন। এখানে স্বয়ং ভগবান দ্বারপালরূপে তাঁকে সর্বদা রক্ষা করছেন।

৪। তলাতল—সুতলের নিম্নে অবস্থিত। মায়াবীগণের আচার্য ময় নামক দানব এখানে বাস করেন। তিনি মহাদেব কৃর্ত্তক রক্ষিত হয়ে নিজসেবকগণ সহ এখানে বাস করেন।

৫। মহাতল—তলাতলে নিম্নে অবস্থিত। এখানে বহুফণাধারী কোপণ স্বভাবা মহাক্রোধী কালীয়, কুহক, তক্ষক, সুষেণ প্রভৃতি দীর্ঘকায় সর্পগণ পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে ভীত হয়ে স্বপরিবার সহ বাস করে থাকে।

৬। রসাতল—মহাতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে 'পণি' নামক প্রসিদ্ধ দৈত্য ও দানবগণ এবং নিপাতকবচ, কালকেয়, হিরণ্যপুরবাসী অসুরগণের নিবাসস্থল।

৭। পাতাল—রসাতলের নিম্নে অবস্থিত। এখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবদত্ত নামক পঞ্চ, সপ্ত, দশ, সহস্র ফণাধারী সর্পগণ বাস করছে। তাদের ফণাস্থিত মণি দ্বারা পাতালে অন্ধকার দূর হয়েছে।

অনন্ত—পাতালের তলদেশে ত্রিশহাজার যোজন ভিতরে ভগবানের এক তামশী কলা আছেন, তাঁহার নাম অনন্ত। বস্তুত- এই মূর্ত্তি—বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী; তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তর্যামীরূপে বিশ্বের সংহারাদি করেন বলিয়া এই মূর্ত্তি—'তামসী' নামে পরিচিত। সেই সহস্রশির্ষা অনন্ত মূর্ত্তি ভগবানের একটি ফণায় ধৃত হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডল একটি সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। (ভাঃ—৫।২৫।১-২)।

মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে। (চৈঃ ভাঃ আঃ-১।১৩)

''যেরূপ অনন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই লোক বহুমূল্য রত্নাদি গচ্ছিত রাখে, সেইরূপ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীশ্রীবলদেব নিত্যানন্দপ্রভুর কলাস্বরূপ অনন্তদেবের সহস্রমুখে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির দ্বারা সংসেবিত হইবার জন্য তাঁহার গুণলীলার অনন্ত ভাণ্ডার (শ্রীভাগবত) গচ্ছিত রাখিয়াছেন।'' (ঐ শ্রীল প্রভুপাদ-গৌড়ীয়ভাষ্য)

নরক—''অন্তরালে এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্-ভূমেরুপরিষ্ঠাচ্চ জলাৎ। যস্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিন্যা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি।'' (ভাঃ—৫।২৬।৫)

অর্থাৎ নরক সমূহ ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরমসমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রদ্ভব ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন।

)